ছাত্র রাজনীতি ও চলমান ভাবনা

রূপম চক্রবর্ত্তী

| ঢাকা , রোববার, ২৭ অক্টোবর ২০১৯

আধিপত্য বাড়ানোর শামিল হতে গিয়ে বহু বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের তথাকথিত কিছু ছাত্রের হাতে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রের মৃত্যু ঘটেছে। যে ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস আছে সে রাজনীতি কুলষিত হোক এটা সুন্দর মন মানসিকতার কোনো মানুষ চান না। ভাষা আন্দোলন থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধ-ছাত্রসমাজের ভূমিকার কথা লিখে শেষ করা যাবে না। ১৯৭৫ সালে জাতির জনকের হত্যার পর থেকে দেশের ছাত্র রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন হয়। ক্ষেত্রবিশেষে আধিপত্য আর দখলদারিত্ব মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাত্র রাজনীতি ভুলে যায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও চাওয়া পাওয়ার কথা। আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে রাজনীতির বাইরে থাকতে পারি না। আমাদেরও প্রত্যকের একটা নিজস্ব ধারা থাকে, নিজস্ব পছন্দ থাকে। একজন ছাত্র অথবা একজন ছাত্রী যখন রাজনীতি করতে যান তখন তার একটা দায়বদ্ধতা থাকে। প্রথমে তাকে করতে হবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান উন্নত করা যায় কিনা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আছে কিনা। ছাত্ররাজনীতির সাথে যদি দেশপ্রেম, মানবপ্রেম যুক্ত করা না যায় তাহলে

অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী অকালে আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে। গত কিছুদিন আগে আবরার নামে একজন মেধাবী ছাত্র আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। আবার তাকে যারা হত্যা করেছে তারাও মেধাবী। এই মেধাবী ছাত্রগুলোকে তৈরি করতে মা-বাবার কত পরিশ্রম হয়েছে তা একমাত্র স্রষ্টা জানেন আর তার মা-বাবা জানেন। মা-বাবা রাতদিন পরিশ্রম করে একজন মেধাবী ছেলে অথবা মেয়ে সমাজকে উপহার দেয়ার চেষ্টা করেন। আর যখন সেই মেধাবী ছেলের লাশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বাড়িতে এসে পৌঁছে তখন মনকে আর কি সান্ত¡না দেয়া যেতে পারে? আবরার হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি আরেকটা হত্যাকাণ্ডের খবর আমাকে বিচলিত করল। বিজয়া দশমীর রাতে ময়মনসিংহ কমার্স কলেজের ছাত্র শাওন ভট্টাচার্যকে ভিন্ন গ্রুপের কিছু যুবক ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে। পত্রিকা পাঠের মাধ্যমে জানতে পারলাম কথা কাটাকাটির রেশ ধরে শাওনকে হত্যা করেছে। যারা হত্যা করেছে তাদের বয়সও খুব কম। মাঝে মাঝে দেখা যায় স্কুলের ছাত্ররাও বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে একজন আরেকজনকে আহত করছে। বড় ভাইদের দেখে ছোট ভাইয়েরা অনেক কিছু শিখে। বড়দের রাজনীতি যখন পরিশুদ্ধ হবে তখন দেখা যাবে ছোট যারা আছে তারাও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে।

দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টায় দেশের বিভিন্ন সেক্টরে ও অনেক উন্নতি হয়েছে। এই উন্নতির সময়ে বাংলাদেশ ছাত্র

রাজনীতিবিদদের কাছে আমার প্রত্যাশা থাকবে সব ছাত্রছাত্রী সুন্দর পরিবেশে যেন শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আজকের ছাত্রছাত্রীরা যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে আগামীতে তাদের ছোটভাই বোনেরাও ভালো পরিবেশ পাবে। সেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো এমন হবে যেখানে ছাত্র নির্যাতন থাকবে না। সিনিয়র জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক থাকবে। অনাবিল আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষার্থী তার শিক্ষা গ্রহণ করবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন আদর্শ শিক্ষা লাভ করতে পারে তার দিকে ছাত্র নেতাদের খেয়াল রাখা উচিত বলে আমি মনে করি। একটি সময় ছিল ছেলেমেয়েরা নিজের পরিবারে বড়জনদের কথা শুনত। বড়জনদের শ্রদ্ধাও করত। কিন্তু এখন কিছুকিছু ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে। শ্রদ্ধার চর্চা পরিবার থেকেই শিক্ষা পাবে এটা যেমন সত্য তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও কিছু দায় থেকে যায়। আমাদেরও মনে রাখতে হবে বিদ্যা বিনয় দান করে। বিনয় হীন বিদ্যা জাতির উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। বিনয় যুক্ত বিদ্যা লাভের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুন্দর একটি পরিবেশ গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের ছাত্র রাজনীতিবিদরা কাজ করবে । আমরা চেষ্টা করব সবার মধ্যে যেন নৈতিক বিবেকবোধ কাজ করে। ছাত্রসমাজের কাছে যে শক্তি আছে সেই শক্তিকে যদি মানবকল্যাণে অথবা দেশ সেবায় নিয়োজিত করতে পারেন তাহলে সমাজের অনেক উন্নয়ন

হবে। একজন ছাত্র লেখাপড়ার সাথে সাথে তাঁন ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারেন। যেসব ছাত্রছাত্রী রাজনীতি করেন তাদেরও উচিত হবে মানবিকতার রাজনীতি করা। কেউ যেন সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য রাজনীতি করা উচিত। উত্তম চরিত্র গঠনের আন্দোলন করার মানসিকতা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের থাকতে হবে। যদি আমরা চরিত্রকে সাজাতে না পারি তাহলে আদর্শ ছাত্রছাত্রী হতে পারব না। আমাদের ছাত্রছাত্রীর আরো কিছু কাজ করতে পারেন। নতুন একজন শিক্ষার্থী যখন কোনো বিদ্যাপীঠে যান তখন পুরাতন ছাত্রছাত্রীর উচিত তাকে ভালো ব্যবহার দিয়ে বিদ্যা অর্জনে সহায়তা করা। কিছু প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র ছাত্রদের দেখা যায় জুনিয়রদের সাথে খারাপ আচরণ করতে। আবার অনেক জুনিয়র আছেন তারা সিনিয়রদের সম্মান করেন না। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মনে রাখতে হবে তাদের ওপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষার দায়িত্ব আছে। তারা যদি অন্যায় কাজকে সহায়তা করে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই এখন থেকে ভালো কাজ করতে হবে। ভালো চেতনা নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। আমাদেরও মনে রাখতে হবে বিদ্যা বিনয় দান করে। বিনয়হীন বিদ্যা জাতির উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনে ছাত্রছাত্রীদেরও মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের ছাত্রদের আরো মনে রাখতে হবে মহৎ কিছু সৃষ্টি করা, সুন্দর কিছুর সাথে সংযুক্ত হওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে।

অতীত থেকে দেখলে যেটা আমাদের সামনে চলে আসে সেটি হচ্ছে কোনো কিছুর অর্জন একদিনে সম্ভব হয়নি। বহু বছরের সংগ্রাম আর ত্যাগের বিনিময়ে কিছু অর্জন করা যায়। মানুষের জন্য যখন কিছু করতে যাবেন বিরোধী শক্তিও তখন জাগ্রত হয়ে যায়। তারা বাধার সৃষ্টি করে। এই বিরোধী শক্তির প্রভাবে কেউ অসফল হয়ে যায়। আবার কেউ সকল বাধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যান। যারা বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে যেতে পেরেছেন তারা সফল হতে পেরেছেন। আরো একটু গভীরে গেলে দেখা যায় শুভ আর অশুভ শক্তির সংঘাত অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। শুভ শক্তির মানুষগুলো বারবার পরাজিত হয়েছে। বঞ্চিত হয়েছে তাদের অধিকার থেকে। বারবার শোষিত হয়েছে। জায়গা জমি হারিয়ে অনেকে পথের ভিখারি হয়েছে। অশুভ চেতনার মানুষগুলো সুবিধা পেলেও তারা যে বেশ সুখে থাকে এই রকম ভাবা আমাদের উচিত হবে না। হয়তো বাহুবল অথবা আর্থিক বলের কারণে তাদেরকে সম্মান জানাতে হয়, তাদের কাছে মাথানত করে থাকতে হয়। একটা সময় আসে যখন প্রকৃতি তাদের বিচার করে। পৌরণিক কাহিনীগুলোতে দেখা যাবে পরাজিত শুভশক্তির মানুষগুলোর পক্ষে ইতিহাস রচিত হয়েছে। ধরি মহান স্রষ্টা কাউকে বিশেষ কোনো ক্ষমতা দিয়েছেন। আর তিনি যদি কোনো অশুভ মন মানসিকতা নিয়ে কারো অধিকার বঞ্চিত করে তাহলে আমার মনে হয় এর ভবিষ্যৎ শুভ নয়। শুভ ও সুন্দর মনসিকতার চর্চার মাধ্যমে

একটা সময় অশুভ শক্তি পরাজিত হবে। কিন্তু আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে; যাতে সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য মহৎ কিছু করে যেতে পারি। সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। সময় এসেছে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চেতনা সৃষ্টি করার।

rupam80ctg@gmail.com